



সূচিপত্র

কিছু কথা.....	৯
সুন্নাহর অপরিহার্যতা.....	১১
ফরয নামাজের পর পালনীয় সুন্নাহসমূহ.....	১৩
ঘুমের সময় পালনীয় সুন্নাহসমূহ.....	১৬
পানাহারের সুন্নাহসমূহ.....	২৫
পান সংক্রান্ত আরও কিছু সুন্নাহ.....	৩০
ইস্তিঞ্জার সময় পালনীয় সুন্নাহসমূহ.....	৩৩
অজুর সময় পালনীয় সুন্নাহসমূহ.....	৩৬
গোসলের সময় পালনীয় সুন্নাহসমূহ.....	৪০
মাসজিদের সাথে সম্পৃক্ত সুন্নাহসমূহ.....	৪৩
দুআর সময় পালনীয় সুন্নাহসমূহ.....	৪৮
রাস্তায় চলাচলের সময় পালনীয় কিছু সুন্নাহ.....	৫৪
মাজলিসে অবস্থান কালীন পালনীয় সুন্নাহসমূহ.....	৫৮
অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা সংক্রান্ত সুন্নাহসমূহ.....	৬৫
সফরে পালনীয় সুন্নাহসমূহ.....	৬৯
কাপড় পরিধানের সুন্নাহসমূহ.....	৭৫
কবর যিয়ারত সংক্রান্ত পালনীয় সুন্নাহ.....	৭৯

জানাজার সাথে সম্পৃক্ত সুন্নাহসমূহ	৮২
ইতিকাফরত অবস্থায় পালনীয় সুন্নাহ	৮৬
মিসওয়াক করার সুন্নাহসমূহ	৮৮
ঘরে প্রবেশের সুন্নাহসমূহ	৯১
সালামের সুন্নাহসমূহ	৯৪
বৃষ্টির সময় পালনীয় সুন্নাহ	৯৯
ঈদের দিন পালনীয় সুন্নাহসমূহ	১০৩
আজানের সুন্নাহসমূহ	১০৬
দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুন্নাহ	১১১
দৈনন্দিন জীবনে মাসনুন যিকিরসমূহ	১২৩
সকাল- সন্ধ্যার মাসনুন আমলসমূহ	১২৮





ফরয নামাজের পর পালনীয় সুন্নাহসমূহ

আসর ও ফজর ব্যতীত প্রত্যেক ফরয সালাতের পর তিনি দু’ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করতেন।

১। তাসবীহ-তাহমীদ-তাকবীর পাঠ করা

আবু হুরাইরা রাঃদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ওই ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ মার্ফ করে দেন, যে সালাতের পর ৩৩ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ** (আল্লাহ অতিশয় পবিত্র), ৩৩ বার **الْحَمْدُ لِلَّهِ** (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য), ৩৩ বার **اللَّهُ أَكْبَرُ** (আল্লাহ সুমহান) পাঠ করে এবং সংখ্যা একশত পূর্ণ করার জন্য একবার বলে –

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা-লাহু লাহুল মুলকু
ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন কদীর”

আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও তার কোনো অংশীদার নেই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।”

৫. সহীহুল মুসলিম : ৫৯৭

২। একবার সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করা

উকবা ইবনু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পর ‘মুয়াওয়িয়াতাইন’ অর্থাৎ সূরা ফালাক এবং নাস পড়ার আদেশ দিয়েছেন।^৬

৩। তাওবা, ইস্তিগফার ও দুআ পাঠ করা

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শেষ করতেন তখন তিনবার (আল্লাহর কাছে ইস্তিগফারের মাধ্যমে) ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। অতঃপর বলতেন-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম”

‘হে আল্লাহ! আপনিই শান্তিদাতা, আপনার কাছ থেকেই শান্তি আসে। হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী! আপনি বরকত ও প্রাচুর্যময়।’

(হাদীসটির বর্ণনাকারী) ইমাম আওজায়ী রহিমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হল, ‘রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনা কেমন ছিল?’ তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ - أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ - أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

আস্তাগফিরুল্ল-হ, আস্তাগফিরুল্ল-হ’ আস্তাগফিরুল্ল-হ

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।^৭

৬. সুনানুত তিরমিযী : ২৯০৩

৭. সহীহুল মুসলিম : ৫৯১

৪। আল্লাহর কাছে যিকির, শোকর ও ইবাদতের দু'আ করা

মু'আজ রাঈয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন: 'হে মুয়াজ! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুতরাং প্রতি সালাতের পরে (নিম্নোক্ত দু'আটি) পড়তে ভুলো না -

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

“আল্লাহুম্মা আইনী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুস্নি ইবাদাতিক”

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার জিকির, শোকর এবং সর্বাঙ্গীন সুন্দর ইবাদাত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করুন।’^৮



৮. সুনানু আবি দাউদ : ১৫২২



দুআর সময় পালনীয় সুন্নাহসমূহ

দু'আ ইবাদতের মগজ (মূল)^{১৩}

১। দুআর পূর্বে (সম্ভব হলে) ওযু করা

আবু মূসা আল-আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি আনিয়ে ওযু করলেন। তারপর দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি উবায়দ আবু আমরকে মাফ করে দিন'। (রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু' হাত এ পর্যন্ত উঠালেন যে,) আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি উবায়দ ইবনু আবী আমেরকে কিয়ামতের দিন আপনার সৃষ্ট অধিকাংশ মাখলুকের উপর অবস্থান দান করুন।'^{১৪}

২। একনিষ্ঠ চিন্তে ও ইখলাসপূর্ণ হৃদয় নিয়ে দু'আ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“তোমরা আল্লাহকে ডাকো দ্বীনকে তার জন্য খালিস করে।”^{১৫}

১৩. সুনানুত তিরমিযী : ৩৩৭১

১৪. সহীহুল বুখারী : ৬৩৮৩

১৫. সূরা মু'মিন : ১৪

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জেনে রাখ! আল্লাহ তাআলা গাফেল ও আন্তরিকতাহীন অন্তরের দু'আ কবুল করেন না।^{৯৬}

৩। আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলী স্মরণ করে এবং ওসীলা করে দু'আ করা
আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

আল্লাহর বিভিন্ন সুন্দর নাম রয়েছে। তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাক।^{৯৭}

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন কোনো বিষয়ে চিন্তিত হতেন, তখন বলতেন,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগিছ

হে চিরজীব, হে চিরস্থায়ী, তোমার রহমতে আমি স্বস্তি চাই।^{৯৮}

৪। দু'আর পূর্বে আল্লাহর হামদ-সানা ও প্রশংসাবাণী পাঠ করা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করা

ফুযালা বিন উবায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মসজিদে) উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সালাত আদায় করল। তারপর দু'আ করল - 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি আমাকে রহম করুন'।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সেই ব্যক্তিকে) বললেন: হে মুসল্লী! তুমি বেশ তাড়াহুড়া করলে। তুমি সালাত আদায় করে যখন বসবে

৯৬. সুনানুত তিরমিযী : ৩৪৭৯

৯৭. সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮০

৯৮. সুনানুত তিরমিযী : ৩৫২৪

তখন আগে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে এবং আমার ওপর সালাত-সালাম পাঠ করবে, এরপর দু'আ করবে।

আরেকজন ব্যক্তি এল। সে সালাত আদায় করে হামদ ও সালাত-সালাম পাঠ করল। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি (এবার) দু'আ করো, তোমার দু'আ কবুল করা হবে।^{৯৯}

৫। কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা

উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদেরকে দেখলেন, তারা সংখ্যায় এক হাজার। অথচ সাহাবিগন ছিলেন (মাত্র) তিনশত উনিশ জন। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলামুখী হয়ে হাত প্রসারিত করে রবকে ডাকতে লাগলেন।^{১০০}

৬। দু'আ করার সময় দু'হাত উত্তলন করা

সালমান আল-ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয় মহান রব হচ্ছেন মহনুভব ও লজ্জাশীল। বান্দা যখন তাঁর কাছে দু'হাত তুলে (প্রার্থনা করে), তখন তিনি সে হাতদ্বয়কে শূন্য ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।^{১০১}

৭। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা নিয়ে দু'আ করা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা কবুল হওয়ার বিষয়ে পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।^{১০২}

৮। দু'আ কবুলের ব্যপারে অধৈর্য না হওয়া

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বান্দা যতক্ষণ অধৈর্য না হয়, ততক্ষণ তার দু'আ কবুল করা হয়।

৯৯. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৮১

১০০. সহীহুল মুসলিম : ১৭৬৩

১০১. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৮৮

১০২. সুনানু তিরমিযী : ৩৪৭৯

(যেমন - অধৈর্য হয়ে) বান্দা বলে ‘আমি দু’আ করলাম কিন্তু কবুল হল না।’^{১০৩}

৯। নাছড় বান্দা হয়ে দু’আ করা

আবু হুরাইরা রাঃদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন কিছুতেই এভাবে দু’আ না করে - ‘হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে ক্ষমা করুন; হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে দয়া করুন’। বরং তোমরা দৃঢ় আশা নিয়ে দু’আ করবে। কেননা আল্লাহকে তো বাধ্য করার কেউ নেই।^{১০৪}

১০। আল্লাহর কাছে ভগ্ন হৃদয়ে নিভৃতে দু’আ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাকো।^{১০৫}

১১। দু’আয় আশা ও ভীতির সংমিশ্রণ থাকা

আল্লাহ বলেন:

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

তোমরা তাঁকে ডাকো ভয়ে ভয়ে ও আশায় আশায়।^{১০৬}

১২। দু’আয় একই আর্জি ও প্রার্থনা বারংবার করা

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দু’আ করতেন, তখন (সাধারণত) এক দু’আ তিনবার করতেন এবং যখন কোনো কিছু প্রার্থনা করতেন, তখন তিনি তিনবার প্রার্থনা করতেন।^{১০৭}

১০৩. সহীহুল বুখারী : ৬৩৪০

১০৪. সহীহুল বুখারী : ৬৩৩৯

১০৫. সূরা আরাফ : ৫৫

১০৬. সূরা আরাফ : ৫৬

১০৭. সহীহ মুসলিম হা/১৭৯৪

১৩। শুধু বিপদ-আপদে নয় বরং সুখ-স্বাচ্ছন্দে দু'আ করা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বিপদ-আপদে কিংবা সংকটে আল্লাহ ডাকে সাড়া দিন, যে ব্যক্তি এমনটা পছন্দ করবে, যেন সুখে ও স্বাচ্ছন্দে অধিক পরিমাণে দু'আ করে।'^{১০৮}

১৪। পরিবার-পরিজন ও নিজেদের জন্য বদদু'আ না করা

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা নিজেদের জন্য বদদু'আ করো না। তোমরা তোমাদের সন্তানদের জন্য বদদু'আ করো না, তোমরা তোমাদের খাদেমদের জন্য বদদু'আ করো না এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের ব্যাপারে বদদু'আ করো না। তোমাদের বদদু'আ যেন ঐ মুহূর্তের সাথে মিলে না যায় - যে সময়ের দু'আ কবুল হয়ে যায়।'^{১০৯}

১৫। নিজের জন্য ও অন্যের জন্য দু'আ করা

উবাই ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারও জন্য দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন।'^{১১০}

সতর্কতা

দু'আ কবুলের জন্য হালাল অর্থ ও হালাল খাদ্য খাওয়া আবশ্যিক। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা উত্তম। তিনি উত্তম ব্যতীত ভিন্ন কিছু কবুল করেন না। আল্লাহ তার রসূলগণকে যে সমস্ত বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন, মুমিনদেরকেও তিনি সে সমস্ত বিষয়েরই হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ (রাসূলগণকে উদ্দেশ্য করে) বলেছেন -

১০৮. সুনানুত তিরমিযী : ৩৩৮২

১০৯. সুনানু আবি দাউদ : ১৫৩২

১১০. সুনানুত তিরমিযী : ৩৩৮৫

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

‘হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার করো এবং সৎকাজ করো। তোমরা যা কিছু কর, সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত’।^{১১১}

তেমনি আল্লাহ তা’আলা মুমিনেদের উদ্দেশ্যে বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে উত্তম রিযিক দিয়েছি, সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করো।^{১১২}

এরপর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করলেন –

“এক ব্যক্তি দীর্ঘ দিন ধরে সফর করেছে। ফলে তার চুলগুলো উশখু-খুশকু হয়ে আছে এবং পোশাক হয়েছে ধুলোমলীন। এমন ব্যক্তিও যদি আকাশের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে বলে, ‘হে রব! হে রব!’ অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম এবং তার পোশাক হারাম, এবং সে হারাম খাবারে হাষ্টপুষ্ট। তবে তার দু’আ কীভাবে কবুল হবে!’^{১১৩}



১১১. সূরা মু’মিনুন ৫১

১১২. সূরা বাকারা : ১৭২

১১৩. সহীহুল মুসলিম : ১০১৫



মাজলিসে অবস্থান কালীন পালনীয় সুন্নাহসমূহ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং মতৃবাদীদের
সঙ্গে থাকো। (সূরা তাওবাহ : ১১৯)

১. বৈঠকে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় সালাম দেওয়া

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ
ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيَسْتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ মাজলিসে পৌঁছবে তখন সে যেন সালাম করে। এরপর যদি তার সেখানে বসতে ইচ্ছা হয় তবে বসবে। এরপর যখন সে উঠবে তখনও যেন সালাম দেয়। প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম থেকে অধিক উপযুক্ত নয়’ (অর্থাৎ উভয়টি সমান গুরুত্বপূর্ণ)।^{১২৫}

২. বৈঠকে কথা বলার ক্ষেত্রে সৌজন্য বজায় রাখা

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

১২৫. সুনানুত তিরমিযী : ২৭০৬

(হে নবী!) আপনি আমার বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন (পরস্পরে) উত্তম কথা বলে। (কেননা) শয়তান সর্বদা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।^{১২৬}

৩. কাউকে ডিঙিয়ে মজলিসের সম্মুখে না যাওয়া, বরং শেষপ্রান্তে খালি জায়গায় বসা

শায়বা ইবনু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে গেলে জায়গা পেলে বসবে। অন্যথায় জায়গা হওয়ার অপেক্ষা করবে। এরপর জায়গা পেলে বসবে।^{১২৭}

৪. সভাস্থল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখা

সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা আঙ্গিনা ও সম্মুখভাগ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। ইহুদীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে না।^{১২৮}

৫. গীবত না করা এবং গীবত না শোনা

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের এমন কথা শোনে - যা তারা চায় না কেউ শুনুক, কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির উভয় কানে সীসা ঢেলে দেয়া হবে।^{১২৯}

৬. বৈঠকে আলোচিত কথাবার্তার গোপনীয়তা রক্ষা করা

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কেউ কোনো কথা বলে এদিক-ওদিক

১২৬. সূরা বনী ইসরাইল : ৫৩

১২৭. সহীহুল জামে : ৩৯৯

১২৮. আল-মুজামিল কাবীর লিত-ত্ববরানী : ৪২০৫

১২৯. সহীহুল বুখারী : ৭০৪২

(সতর্কতার দৃষ্টিতে) তাকায়, বুঝতে হবে (তার উক্ত কথাটি) আমানত’।^{১০০}
জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মাজলিসসমূহ হচ্ছে আমানত।^{১০১}

৭. মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করা

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ো না, হিংসা করো না এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থেকে।^{১০২}

৮. মজলিসে মিলেমিশে বসা এবং অপরকে বসার সুযোগ দেওয়া

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا

হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় ‘মজলিস প্রশস্ত করে দাও’, তখন তোমরা জায়গা করে দাও। আল্লাহ তোমাদের জন্য (দুনিয়া ও আখিরাত) প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয় - উঠে যাও, তখন উঠে যাবে।^{১০৩}

১০. মজলিসে খাবার পরিবেশন ডানদিক থেকে শুরু করা

সাহাল ইবনু সা’দ আস-সাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি পেয়ালা আনা হ’ল। তিনি তা হতে পান করলেন। তখন তাঁর ডান দিকে ছিল একটি ছোটো বালক আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট (পানিটুকু) প্রথমে বয়স্কদেরকে দেয়ার অনুমতি দেবে? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকট থেকে ফযীলত পাওয়ার ব্যাপারে

১০০. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৬৮

১০১. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৬৯

১০২. সহীহুল বুখারী : ৬০৬৫

১০৩. সূরা মুজাদালা : ১১

আমি আমার চেয়ে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিব না। অতঃপর তিনি তা তাকে আগে প্রদান করলেন’।^{১৩৪}

১১. মজলিসে উপস্থিত/অনুপস্থিত সকলের সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখা

ইবনু উম্মে আবদ রাহ্মিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যার নিকট কোনো মুমিনের গীবত করা হল, আর সে তার (অনুপস্থিত মুমিনের) সাহায্য করল, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। আর যার কাছে কোনো মুমিনের গীবত করা হল, কিন্তু সে তাকে সাহায্য করল না (তার পক্ষ সমর্থন করে গীবতকারীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল না) আল্লাহ তাকে এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে মন্দ ফল (শাস্তি) ভোগ করাবেন। মুমিনের গীবতের চেয়ে মন্দ লুকমা (খাদ্য) কেউ কখনো গ্রহণ করেনি। কেউ যদি কারও সম্পর্কে নিশ্চিত জেনে দোষ বলে, তবে সে তার গীবত করল। আর যদি না জেনে বলে, তবে তো সে মিথ্যা অপবাদ দিল।^{১৩৫}

১২. বৈঠকের মাঝে নিম্নোক্ত দু’আ পাঠ করা

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ حَشِيَّتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبَلَّغْنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا تَبْلُغْ عَلْمَنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে আল্লাহভীতি দান করো - যা আমাদের ও তোমার অবাধ্যতার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তুমি আমাদেরকে তোমার আনুগত্য দান কর, যার ওসীলায় তুমি আমাদেরকে তোমার জাম্নাত অর্ধি পৌঁছে দেবে। তুমি আমাদেরকে তোমার প্রতি দৃঢ় আস্থা দান করো

১৩৪. সহীহুল বুখারী : ২৩৫১

১৩৫. আদাবুল মুফরাদ : ৭৩৯

— যার ফলে দুনিয়ার যে কোনো বিপদ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। (হে আল্লাহ!) যতদিন তুমি আমাদেরকে জীবিত রাখবে ততদিন কান, চোখ ও শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করো এবং এগুলো সতেজ ও সুস্থ রাখো। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করে, আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ তাদের উপর নির্ধারিত করো। যারা আমাদের উপর জুলুম করবে/করে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। তুমি দ্বীন পালনে আমাদের পরীক্ষা নিয়ো না, দুনিয়াকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ও ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে বানিয়ো না। তুমি এমন কাউকে আমাদের শাসক বানিয়ো না, যে আমাদের প্রতি দয়া করবে না’।

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত সাহাবীগণের জন্য উক্ত দু’আটি না পড়ে কোন মজলিস থেকে উঠতেন না।^{১৩৬}

১৩. বৈঠকে আল্লাহর যিকির ও রাসূলের প্রতি দরুদ পাঠ করা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো সম্প্রদায় কোনো মজলিসে একত্রিত হল, তারপর সেখানে আল্লাহকে স্মরণ না করেই উঠে গেল, তারা যেন মৃত গাধার মতো (মূল্যহীন) একটি মজলিস শেষে করে উঠল। এ মজলিস তাদের জন্য পরিতাপের কারণ হবে’।^{১৩৭}

১৪. দু’আ পাঠের মাধ্যমে মজলিস শেষ করা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে অনেক ভুল করে, কিন্তু উক্ত মজলিস থেকে ওঠার আগে নিয়োক্ত দু’আটি পড়ে, তবে উক্ত মজলিসে তার যত ভুল হয় সব ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

দু’আটি হচ্ছে -

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ

১৩৬. সুনানুত তিরমিযী : ৩৫০২

১৩৭. সুনানু আবু দাউদ : ৪৮৫৫

وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

সুবহা-নাকাল্লা-হুয়া ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা
আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক

হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং
তোমার কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।^{১৩৮}

১৫. কাউকে মজলিস থেকে উঠিয়ে তার জায়গায় না বসা

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেউ যেন কোনো ব্যক্তিকে তার আসন থেকে
উঠিয়ে সেখানে না বসে।^{১৩৯}

১৬. দু'জনের মধ্যখানে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে না বসা

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুজন মানুষের মাঝে তাদের অনুমতি ব্যতিত
এমনভাবে বসা কারও জন্য জায়েজ নয়, যেটা উভয়ের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি
করে।^{১৪০}

১৭. সাময়িক সময়ের জন্য কেউ মজলিস ছেড়ে উঠলে তার স্থানে না বসা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের আসন হতে উঠে (কোথাও
যায়) এবং পুনরায় ফিরে আসে, তবে উক্ত আসনে বসার ব্যপারে সে অধিক
হকদার।^{১৪১}

১৮. মজলিসে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দু'জন কানে কানে কথা না বলা

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু

১৩৮. সুনানুত তিরমিযী : ৩৪৩৩

১৩৯. সহীহুল বুখারী : ৬২৭০

১৪০. সুনানুত তিরমিযী হা/২৭৫২

১৪১. সহীহুল মুসলিম হা/২১৯৭

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কোথাও তোমরা তিনজন থাকবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জন কানে কানে কথা বলবে না।^{১৪২}

১৯. হাতে বা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে না বসা

ইবনু সুরাইদ আস-সাকাতী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন আমি আমার বাম হাত পিঠের পিছন দিকে রেখে হাতের উপর হেলান দিয়ে বসেছিলাম। এমন সময় আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পাশ দিয়ে গেলেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তুমি অভিশপ্তদের মতো বসে আছ?’^{১৪৩}

২০. মজলিসে অধিক হাসি-ঠাট্টা থেকে বিরত থাকা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা কম হাসবে। কেননা অত্যধিক হাসি অন্তরসমূহকে মেরে ফেলে’।^{১৪৪}



১৪২. মুসনাদু আহমাদ হা/৬৩৩৮

১৪৩. সুনানু আবি দাউদ হা/৪৮৪৮

১৪৪. সুনানুত তিরমিযী হা/২৩০৫